দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...0.2 F.E.B. 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্থবিরতা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। - কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট ও অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত সংগঠনগুলোর অবস্থা আরও নাজুক।

ছাত্রবিষয়ক বিভাগ থেকে টিএসসিতে অবস্থিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিগত ২/৩ বছরে কোন অনুষ্ঠান করেছে কিনা তারও কোন হদিস মেলেনি। টিএসসিভিত্তিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে সচলতা আনতে সংগঠনগুলোর শীর্ষ পদগুলোতে রদবদল হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোতে 'জোর করে' টেনে আনার প্রবণতার জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রতিভাবান সংস্কৃতি কর্মীদের আগমন নেই বললেই চলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্টপোষকতাহীন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে ১৭শ' আসনবিশিষ্ট শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিলনায়তন ব্যবহার করতে প্রতি ৩ ঘন্টার জন্য ৫শ' টাকা করে পরিশোধ করতে হয়। যার ফলে মিলনায়তনের পেছনে মুক্ত মঞ্চের অনুষ্ঠান করতে করতে বৃষ্টি এসে পড়লে 'রণে ভঙ' দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। উপরন্তু মিলনায়তন ও মুক্তমঞ্চে শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাল কোন ব্যবস্থা নেই। মিলনায়তনের ভেতরে অনুষ্ঠান করতে শব্দ বিভ্রাটের ফলে দর্শকরা বিরক্ত হয়ে উঠেন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে উদীচী, চারণ, শতাব্দী, কম্পাস নাট্য সম্প্রদায়, পিলসুজ, ধানসিঁড়ি।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট রয়েছে নামমাত্র। প্রতি দু'মাস অন্তর জোটের আহ্বায়কের পরিবর্তন ঘটলেও শুধুমাত্র জাতীয় দিবস পালন ছাড়া সাংস্কৃতিক জোটের সারা বছরই কোন অনুষ্ঠান থাকে না।

খ্যাতনামা শিল্পী আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক হাশেম খান, অধ্যাপক রফিকুন্নবী এবং সৈয়দ জাহাঙ্গীর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ এস, এম নজরুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শিল্পী বৃন্দ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্তমান খুলনা আর্ট কলেজকে ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টস হিসেবে রূপান্তরের অনুরোধ জানান। তারা চলতি বছর একটি চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজনেরও প্রস্তাব দেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এখানে একটি জাতীয় পর্যায়ের শিল্পকলা প্রদর্শনীর প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।